দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী প্রচারণা

তথ্য-উপাত্ত, বাস্তবতা কোন কিছুর সাথে মিল না থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র পূর্বধারণার কারণে কতিপয় বক্তা মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন। জামায়াত ঘরানার একটি সংগঠন আয়োজিত এক সেমিনারে তারা বলেছেন, মাদ্রাসায় ইসলামের নামে ভুলপথে জীবন উৎসর্গ করার শিক্ষা দেয়ার ফলেই বাংলাদেশ নাজুক অবস্থার দিকে চলে যাচ্ছে। তাই মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা মানুষের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় আঘাত হানে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন অধ্যাপক বলেছেন, বিশ্বাসের মধ্যে সন্ত্রাস চলে এসেছে। সেই সাথে-যুক্ত হয়েছে অস্ত্র। কারণ তারা বিশ্বাস করে এ ধরনের কাজ করে তারা 'স্বর্গে' যাবে। তিনি আরও বলেছেন, ইসলামে সহনশীল ভাবধারা মাদ্রাসার ছাত্রদের মধ্য থেকে হারিয়ে গেছে। আলোচনায় এই শ্রেণীর বক্তাদের সাথে কণ্ঠ না মিলিয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এটিএম আমিন বলেছেন, ২০০৪ সাল থেকে ইউনাইটেড পিস ইনস্টিটিউট এবং ভারতীয় প্রচার মাধ্যমে বাংলাদেশকে সমালোচনা করে বিরূপ প্রচারণা চালানো হচ্ছে। এতে অনবরত বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ মডারেট ইসলাম থেকে ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়াশীলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এতে দেশটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে ভারতীয় মিডিয়ার রিপোর্টে বারবার এটা করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে ইসলামের একটি সহনশীল রূপ আছে। ডঃ শমসের আলী বলেছেন, কোরআন কখনও সন্ত্রাসবাদ সমর্থন করে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৯/১১ ঘটনার পর থেকে ইসলাম বিরোধী একটি মহল নানা কথার ছলে কার্যত ইসলামের সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও মূল্যবোধের চরম বিরোধিতা করে আসছে। আলোচ্য সেমিনারেও বক্তাদের অধিকাংশই ছিলেন মূলত এই শ্রেণীর। তারা প্রকৃত ইসলাম এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে বাস্তবোচিত বিবেচনায় না গিয়ে ঢালাও মন্তব্য করেছেন। বাংলাদেশে ইসলাম জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং স্বাধীনতা রক্ষার অঙ্গীকারে লীন হয়ে আছে। জাতীয় স্বাধীনতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ রক্ষায় এ দেশের মাদ্রাসাগুলোর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিহীন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক জঙ্গীবাদ নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে সেখানেও প্রতীয়মান হয়েছে যে, জঙ্গীদের শতকরা ৯৩ ভাগ শিক্ষিত। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্যাডারদের শতকরা ৫৩ ভাগই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। অন্যদিকে এই জঙ্গীদের কর্মকাণ্ড নিবৃত্ত করা এবং তাদের ভুলপথের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রুখে দাঁড়াতে মাদ্রাসা শিক্ষিত আলেম সমাজই এগিয়ে এসে জনগণকে সচেতন করেছেন। এই বাস্তবতা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টার উপস্থিতিতে ইসলাম বিদ্বেষীদের মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার অনভিপ্রেত ও দুঃখজনক। বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদ এবং নিরাপত্তা হুমকি নিয়ে সত্যিকারের আলোচনা করেছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমিন। প্রকৃতই তিনি তুলে ধরেছেন যে, মানবাধিকার লঙ্ঘন, জাতিগত বিভক্তি, অর্থনৈতিক সূত্র, শিক্ষা ও সচেতনতা, ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের সহজলভ্যতা, পরমাণু ও জীবাণু অস্ত্রের হুমকি, সাইবার ক্রাইম ইত্যাদি এ অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রধান হুমকি। এতে করে দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাস বিরোধী অবস্থানও নবরূপ পাবে। এ অঞ্চল এবং বাংলাদেশের নিরাপত্তা হুমকির প্রকৃত দিকটি তুলে ধরার জন্য আমরা তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। সেমিনারে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত বা এ ধরনের কোন বিশেষজ্ঞকে না রাখার কারণেই প্রায় সকল বক্তাই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে বিষোদ্গার করেছেন। এটা সত্যি দুঃখজনক। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসঙ্গে যে কোন আলোচনাকালে এই শিক্ষার বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ ছিল জরুরী। কিন্তু, এই সেমিনারে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেছে। শিক্ষাবিদদের অনুপস্থিতিতে একতরফাভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধিতা করা হয়েছে। দারিদ্র্যের সাথে ইসলামী জঙ্গীবাদের যে সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে, এটা বাংলাদেশের বেলায় কোনভাবেই প্রযোজ্য নয়। দারিদ্র নিরসনের জন্য ইসলামে কথিত জঙ্গীবাদ আশ্রয়ের কোনই সুযোগ নেই। বাংলাদেশের সুফী, দরবেশ, আলেম সমাজ যারা মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রেখেছেন তারা কখনও জঙ্গী হয়েছেন বা কখনও সন্ত্রাসবাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন কিংবা নিদেনপক্ষে কখনও আইন অমান্য করার চেষ্টা করেছেন এমন অভিযোগ কখনও পাওয়া যায়নি। মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রকৃত শিক্ষিত কেউ সন্ত্রাসী হয়েছে এখন পর্যন্ত তার কোন নজির নেই। উপরন্তু এটাই-বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষা সন্ত্রাসকে লালন করা দূরে থাকুক, সন্ত্রাসী হবার মানসিকতাই বিনষ্ট করে।

আজকাল না জেনে শুনে মাদ্রাসা শিক্ষা তথা প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার বিরোধিতা করা কোন কোন মহলের ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। একটি বিশেষ মহলকে তুষ্ট করতেই এই বিষোদ্গার। মাদ্রাসা শিক্ষা বিরোধী মনোভাবের জন্য সর্বজনবিদিত একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের আয়োজিত এই সেমিনারে বোধগম্য কারণেই ইসলাম ও মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা যারা রাখেন, তাদের রাখা হয়নি। ইসলামে উগ্রতার যেমনি সুযোগ নেই তেমনি ফ্যাসিবাদী হবারও সুযোগ নেই। আল্লাহর নবী (সঃ) বলেছেন, একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য মধ্যপন্থা অনুসরণ করাই সর্বোত্তম। মহানবী (সঃ)-এর জীবন হচ্ছে পরমত সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক বাস্তব নজির। ইসলামের শিক্ষা অনুসরণ করে পরমত সহিষ্ণুতা, শান্তির উদাহরণ অনুশীলন করে ধর্মান্ধতা, অন্যের অধিকার হরণ এবং অসহিষ্ণুতা বা চরমপন্থা বর্জন করে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। ইসলামের এই শিক্ষাই দেয়া হয় মাদ্রাসাগুলোতে। দেশের জনগণ প্রত্যাশা করে জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই-মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।